বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল
টরন্টো, কানাডা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১৮অক্টোবর ২০২৩,

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, টরন্টোতে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের কনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মদিন ও 'শেখ রাসেল দিবস' ২০২৩ পালন করা হয়। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ কনস্যুলেট প্রাঙ্গনে এক আলোচনা সভা ও দোয়ার আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠান সূচিতে ছিল মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বানী পাঠ, শহিদ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, ভিডিও তথ্যচিত্র ও থিম সং পরিবেশন, বক্তব্য উপস্থাপন, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরন এবং বিশেষ মোনাজাত।

উপস্থিত বক্তাগণ তাদের আলোচনায় শেখ রাসেল দিবস ২০২৩ এর প্রতিপাদ্য 'শেখ রাসেল দীপ্তিময়, নির্ভীক নির্মল দুর্জয়' অত্যন্ত যথার্থ হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন এবং হাস্যোজ্জল, প্রাণচঞ্চল ও মায়াময় শিশু রাসেলের জীবনকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

কনসাল জেনারেল জনাব মোঃ লুৎফর রহমান তাঁর বক্তব্যের শুরুতে জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, শিশু রাসেল যেমন ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী তেমনি ছিলেন প্রাণচঞ্চল, বন্ধুবৎসল ও বিনয়ী। বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গমাতা দুজনে মিলে শখ করে প্রিয় লেখকের নামে রেখেছিলেন নাম 'রাসেল'। তাঁর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর মতই মানুষের উপকার করার চেষ্টা, অন্য শিশুদের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করার চেষ্টা ছোটবেলা থেকেই পরিলক্ষিত হয়েছে।কিন্তু এই কোমল মতি ছোট্ট শিশুকেও সেদিন খুনিরা রেহাই দেয়নি।১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট এর কালরাতে স্বাধীনতাবিরোধী ও বিশ্বাসঘাতকদের হাতে বঙ্গবন্ধু ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে শেখ রাসেল কে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়। শেখ রাসেল কে আমরা হারিয়েছি কিন্তু রয়েছে তাঁর পবিত্র স্মৃতি। রাসেল আজ বিশ্বে অধিকার বঞ্চিত শিশুদের প্রতীক ও মানবিক সত্তা হিসেবে বেঁচে আছে সবার মাঝে।বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ধারন করে রাসেলের চেতনায় গড়ে উঠুক আমাদের শিশুরা, যারা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে আগামী দিনে নেতৃত্ব দিবে।

সবশেষে শহিদ শেখ রাসেলের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এবং বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশুর নিরাপদ ও আনন্দময় পরিবেশ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

Consulate General of Bangladesh
Toronto

শেখ রাসেল দীপ্তিময়
নির্ভীক নির্মল দুর্জয়
BANGLADESH CONSULATE GENERAL
TORONTO, CANADA